৩ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ২০ এপ্রিল ২০০১/৭ বৈশাখ ১৪০৮

বাংলা ১৪০৮ সালের শুরুটা হল নিরীহ বাঙালির রক্ত দিয়ে। নববর্ষের এমন ভয়ঙ্কর অভিষেক আতঙ্কিত করে তুলেছে দেশবাসীকে। লক্ষ জনতার সমাবেশে বোমা বিস্ফোরণ, বিকৃত বীভৎস মৃত্যু প্রচন্ড ধাক্কা দিয়েছে গণতন্ত্রমনা বাঙালিকে। এ কিসের আলামত? কোথায় চলেছে দেশ? বোমাভীতি ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রতিটি প্রগতিশীল গণতন্ত্রী মানুষের পিছু পিছু। সাংস্কৃতিক কর্মী, শ্রোতাদর্শক কোনো সমাবেশে যাবার আগে দশবার ভাববেন।

আইয়ুবী তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের নিষেধাজ্ঞায় বেতার টেলিভিশনে বাঙালি সংস্কৃতির প্রচার বন্ধ হলে জনগণের জন্য প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ছায়ানট। ১৯৬৭ সালে রমনার বটমূলে বর্ষবরণের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি করে ছায়ানট, ১৯৭১ সালের পাকিস্তানি অধিকৃতির সময় ছাড়া অব্যাহত ভাবে তারা এই অনুষ্ঠান চালিয়ে আসছে। দেশের বর্ষবরণের সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে মহিমান্বিত সমাবেশ ঘটায় তারা। দেশের প্রগতিশীল, গণতন্ত্রমনা, ধর্মনিরপেক্ষ বিপুল সংখ্যক সংস্কৃতিসেবী মানুষ উৎসবের সাজে উপস্থিত হয় এখানে। এদের কেউ রাজনীতি করেন, অধিকাংশই করেন না। সারা বছরের রাজনৈতিক অস্থিরতা, হরতালের মধ্যে বাংলা বছরের প্রথম দিনে সপরিবারে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পায় মানুষ। অথচ সেই মানুষদের ওপরই নেমে এলো নারকীয় আক্রমণ। জ্যান্ত মানুষের ঠিকানা হল ছিন্নভিন্ন লাশ হয়ে মর্গে অবস্থান।

ঘটনার পরপরই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিন্দা জানিয়েছে। সরকার জানিয়েছে অল্প সময়ের মধ্যেই পরিষ্কার হবে কারা করেছে। বিরোধী দল দাবি করেছে বিচার বিভাগীয় তদন্ত। সাপ্তাহিক ২০০০ আমাদের অথর্ব গোয়েন্দা বাহিনীদের ওপর প্রচ্ছদ প্রতিবেদন করে দেশবাসীকে তাদের অবস্থা জানিয়েছে। এবারও তারা ব্যর্থতার ঐতিহ্য বজায় রেখেছে।

যে গোষ্ঠীই এই ঘটনা অথবা ঘটনাবলী ঘটাচ্ছে এদের যে সামান্য মানবিক অনুভূতিও নেই সেটা নিয়ে আজ আর কারও সন্দেহ নেই। এ কথাও ঠিক, দেশের মূলধারার রাজনীতির সংঘাতময় পরিবেশেই এরা বেড়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে। গণতান্ত্রিক ধারা বজায় রাখতে এদের রুখতে সরকার, বিরোধী দলগুলোকেই এগিয়ে আসতে হবে। একদল ঘাতক দেশকে জিম্মি করে রাখবে সেটা কোনো দেশপ্রেমীর কাম্য হতে পারে না। দেশের রাজনীতিবিদ, প্রশাসন, প্রগতিশীল মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই কেবলমাত্র এদের দমাতে পারে, না হলে আরো ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।